যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2013
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

পলিটেকনিকে অচলাবস্থা

সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোয় ক্লাস হচ্ছে না গত ৬ মাস ধরে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ অচলাবস্থা চলছে একটি গেজেট না প্রকাশ হওয়ার কারণে। দীর্ঘ ৬ মাস ক্লাস না হওয়ায় সেশনজটের কবলে পড়েছে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। উল্লেখ্য, সারা দেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা পেশাগত পদের বৈষম্য নিরসন ও সুপারভাইজিং পদ পরিবর্তনসহ কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের তীব্রতায় এবং শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় পদে পরিবর্তন এনে পেশাগত বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও গেজেটটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি কেন তা বোধগম্য নয়। আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংগঠন বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের নেতারা জানিয়েছেন, গেজেটটি আইন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। সরকার চাইলে শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

শিক্ষাকে আমরা সমাজের অপাঙক্তেয় বিষয় করে তুলেছি। রাজনীতিক, আমলা, স্বয়ং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মিলে যে কাজে আমরা পারঙ্গম তা হল শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত করা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসের-পর মাস শিক্ষকরা আন্দোলন, প্রতীকী অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন— সমস্যার সমাধান মিলছে না। বাংলাদেশ হল সেই বিরলতম দেশ, যেখানে বিশ্বকাপ খেলা দেখার সুবিধার্থে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরা ভাঙচুর-আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল। বর্তমানে দেশের স্কুলগুলোয় বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। চলছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা— প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী 'পিএসসি' এবং জুনিয়র শিক্ষা সমাপনী 'জেএসসি'। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এই সমাপনী পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ রাজনৈতিক আন্দোলন। চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কারও। একইভাবে একটি 'গেজেটে'র কারণে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোয় ৬ মাস ধরে ক্লাস হচ্ছে না। সে বিষয়েও গরজ নেই কারও। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রের একটি সংলাপ এ রকম— জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। এ কারণে দেশ থেকে স্কুল-কলেজ উঠিয়ে দিতে চান রাজা। আমাদের দেশের রাজনীতিক ও আমলাদের মাথায় মনে হয় হীরক রাজার সেই মন্ত্রটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। নয় তো শিক্ষা রসাতলে গেলেও তারা নির্বিকার কেন? তারাই আমাদের ভবিষ্যৎকে ঠেলে দিচ্ছেন অন্ধকারে। সামান্য একটি গেজেটের অজুহাতে কারিগরি শিক্ষার এ অচলাবস্থা নিন্দনীয়। নিন্দনীয় এ সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাও। কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোয় ক্লাস চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে।